فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ
"যুদ্ধের ঘোষণা"

" Notice of War"

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ

অতঃপর যদি তোমরা না কর তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও [১]। আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই [২]। তোমরা যুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও যুলুম করা হবে না [৩]।

আল্লাহ্ভীরুতা অর্জন এবং সুদ পরিহার করা

মহান আল্লাহ্ তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁকে ভয় করে ও ঐ কার্যাবলী হতে দূরে থাকে যেসব কাজে তিনি অসন্তুষ্ট থাকেন। তাই তিনি বলেনঃ

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴾

‘হে মু’মিননগণ! তোমরা সাবধান থেকো, প্রতিটি কাজে মহান আল্লাহ্কে ভয় করে চলো এবং মুসলিমদের ওপর তোমাদের যে সুদ অবশিষ্ট রয়েছে, সাবধান! যদি তোমরা মুসলিম হও তাহলে তা নিবে না!’ কেননা এখন তা হারাম হয়ে গেছে।

যায়দ ইবনু আসলাম (রহঃ) , ইবনু যুরাইয (রহঃ) , মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি সাকিফ গোত্রের উপগোত্র ‘আমর ইবনু ‘উমায়ির এবং মাখজুম গোত্রের বানী মুগীরার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাদের উভয় গোত্রের মধ্যে জাহিলিয়াত যামানা থেকে সুদের লেনদেন চলে আসছিলো। উভয় গোত্রের লোকেরা যখন ইসলাম কবূল করে তখন মুগীরাহ গোত্রের লোকদের কাছে সাকিফ গোত্রের লোকদের সুদের টাকা পাওনা ছিলো। মুগীরাহ গোত্রের লোকদের কাছে সুদের টাকা চাইতে গেলে তারা সাকিফ গোত্রের লোকদেরকে বলেঃ ইসলাম কবূল করার পর আমরা আর সুদ প্রদান করতে পারি না। অবশেষে তাদের মাঝে ঝগড়া বেধে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মাক্কার প্রতিনিধি আত্তাব ইবনু উসাইদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চেয়ে একটি চিঠি লেখেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা লিখে পাঠিয়ে দেন এবং তাদের জন্য সুদ গ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করেন। ফলে বানূ আমর তাওবাহ করে তাদের সুদ সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয়। এই আয়াতে ঐ লোকদের ভীষণভাবে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যারা সুদের অবৈধতা জানা সত্ত্বেও তার ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

সুদের অপর নাম মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সাথে যুদ্ধ করা

﴿ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ﴾এ আয়াতের ব্যাপারে ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ ‘কিয়ামতের দিন সুদখোরকে বলা হবেঃ
خُذْ سِلَاحَكَ لِلْحَرْبِ.
‘তোমরা অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মহান আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।’ (তাফসীর তাবারী -৬/২৬) তিনি বলেনঃ ‘যে সময়ে যিনি ইমাম থাকবেন তার জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য যে, যারা সুদ পরিত্যাগ করবে না তাদেরকে তাওবাহ করাবেন। যদি তারা তাওবাহ না করে তাহলে তিনি তাদেরকে হত্যা করবেন।’ (তাফসীর তাবারী -৬/২৫) হাসান বাসরী (রহঃ) ও ইবনু সীরীন (রহঃ) এরও এটাই উক্তি। কাতাদাহ (রহঃ) বলেনঃ দেখো মহান আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করার ভয় প্রদর্শন করেছেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত হওয়ার যোগ্য বলে সাবধান করেছেন। অতএব সুদ থেকে ও সুদের ব্যবসা থেকে দূরে থাকবে। হালাল জিনিস ও হালাল ব্যবসা অনেক রয়েছে। না খেয়ে থাকবে তথাপি মহান আল্লাহ্র অবাধ্য হবে না। পূর্বের বর্ণনাটিও স্মরণ থাকতে পারে যে, ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) সুদযুক্ত লেনদেনের ব্যাপারে

যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ) -এর সম্বন্ধে বলেছিলেনঃ তার জিহাদ নষ্ট হয়ে গেছে। কেননা, জিহাদ হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার নাম,অথচ সুদখোর নিজেই মহান আল্লাহ্‌র সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কিন্তু এর ইসনাদ দুর্বল। (তাফসীর তাবারী -৬/২৬/৬২৯৬)

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছেঃ ﴿وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ﴾ 'যদি তাওবাহ করো তাহলে তোমার আসল মাল যার নিকট রয়েছে তা তুমি অবশ্যই আদায় করবে। আরো বলা হয়েছে وَلاتُظْلَمُوْنَ বেশি নিয়ে তুমিও তার ওপর অত্যাচার করবে না এবং সেও তোমাকে কম দিয়ে অথবা মূলধন না দিয়ে তোমার ওপর অত্যাচার করবে না।' বিদায় হাজ্জের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ عَنْكُمْ كُلُّهُ، لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وَأَوَّلُ رِبًا مَوْضُوع رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، مَوْضُوعٌ كُلُّهُ.

'অজ্ঞতার যুগের সমস্ত সুদ আমি ধ্বংস করে দিলাম। মূল সম্পদ গ্রহণ করো। বেশি নিয়ে তোমরাও কারো ওপর অত্যাচার করবে না এবং কেউই তোমাদের মাল আত্মসাৎ করে তোমাদের ওপর অত্যাচার করবে না। আমি প্রথমেই যার সুদ বাতিল ঘোষণা করছি তা হচ্ছে 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) -এর পাওনা সমস্ত সুদ।' (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম-৩/১১৪৭, সহীহ মুসলিম-২/১৪৭/৮৮৬, সুনান আবু দাঊদ-২/১৮২/১৯০৫, সুনান ইবনু মাজাহ-২/১০২২/৩০৭৪, মুসনাদ আহমাদ -৫/৭৩)

আর্থিক অনটনে জর্জরিত দেনাদারের প্রতি স্বচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দেয়া উচিত

অতঃপর মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ ﴿وَ اِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ যদি কোন অস্বচ্ছল ব্যক্তির নিকট তোমার প্রাপ্য থাকে এবং সে তা পরিশোধ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে তাহলে তাকে কিছুদিন অবকাশ দাও যে, সে আরো কিছুদিন পর তোমাকে তোমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে। সাবধান! দ্বিগুণ-ত্রিগুণ হারে সুদ বৃদ্ধি করবে না। বরং ঐ সব দরিদ্রের ঋণ ক্ষমা করে দেয়াই মহা উত্তম কাজ। ইমাম তাবারানী (রহঃ) -এর হাদীসে রয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، فَلْيُيَسِّر عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ.

'যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্‌র 'আরশের ছায়া লাভ কামনা করে সে যেন এই প্রকারের দরিদ্রদেরকে অবকাশ দেয় বা ঋণ সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেয়।' (আল মাজমা'উযযাওয়ায়িদ-৪/১৩৪, সুনান ইবনু মাজাহ-২/৮০৮/২৪১৯, সহীহ মুসলিম-৪/৭৪/২৩০১, ২৩০৪) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةٌ. قُلْتُ: سَمِعْتُكَ -يَا رَسُوْلَ اللهِ- تَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ. ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: "لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةٌ.

'যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র লোকের ওপর স্বীয় প্রাপ্য আদায়ের ব্যাপারে নম্রতা প্রকাশ করে এবং তাকে অবকাশ দেয়; অতঃপর যতোদিন পর্যন্ত সে তার কাছে প্রাপ্য পরিশোধ করতে না পারবে ততোদিন পর্যন্ত সে প্রতিদিন সেই পরিমাণ দান করার সাওয়াব পেতে থাকবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 'সে প্রতিদিন এর দ্বিগুণ পরিমাণ দানের সাওয়াব পেতে থাকবে।' এ কথা শুনে বুরাইদাহ (রাঃ) বলেনঃ 'হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! পূর্বে আপনি ঐ পরিমাণ দানের সাওয়াব প্রাপ্তির কথা বলেছিলেন। আর এখন এর দ্বিগুণ পরিমাণ সাওয়াব প্রাপ্তির কথা বললেন?' তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন' হ্যাঁ, যে পর্যন্ত মেয়াদ অতিক্রান্ত না হবে সে পর্যন্ত এর সমপরিমাণ দানের সাওয়াব লাভ করবে এবং যখন মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন এর দ্বিগুণ পরিমাণ দানের সাওয়াব লাভ করবে।' (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদ আহমাদ -৫/৩৬০) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল-কারাযী (রহঃ) বলেছেন যে, এক লোকের কাছে আবূ কাতাদাহ (রাঃ) -এর কিছু টাকা পাওনা ছিলো। তিনি ঐ ঋণ আদায়ের তাগাদায় তার বাড়ী যেতেন; কিন্তু সে লুকিয়ে থাকতো এবং তার সাথে দেখা করতো না। একবার তিনি তার বাড়ী এলে একটি ছেলে বেরিয়ে আসে। তিনি তাকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। সে বলেঃ 'হ্যাঁ, তিনি বাড়ীতেই আছেন এবং খাবার খাচ্ছেন।' তখন আবূ কাতাদাহ (রাঃ) তাকে

উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলেনঃ ‘আমি জেনেছি যে, তুমি বাড়ীতেই আছো; সুতরাং বাইরে এসো এবং উত্তর দাও। ঐ বেচারা বাইরে এলে তিনি তাকে বললেনঃ ‘লুকিয়ে থাকছো কেন?’ লোকটি বললোঃ ‘জনাব! প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমি একজন দরিদ্র লোক। এখন আমার নিকট আপনার ঋণ পরিশোধ করার মতো অর্থ নেই। তাই, লজ্জায় আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি না।’ তিনি বলেনঃ ‘শপথ করো।’ সে শপথ করলো। এ অবস্থা দেখে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং বললেনঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মুখে শুনেছিঃ

مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيمِهِ -أَوْ مَحَا عَنْهُ -كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

‘যে ব্যক্তি দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দেয় কিংবা তার ঋণ ক্ষমা করে দেয় সে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্‌র ‘আরশের ছায়ার নীচে থাকবে।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহ মুসলিম-৩/৩২/১১৯৪, মুসনাদ আহমাদ -৫/৩০৮)

আবূ ইয়া‘লা (রহঃ) বর্ণনা করেন, হুযাইফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন একটি লোককে মহান আল্লাহ্‌র সামনে আনা হবে। তাকে মহান আল্লাহ্‌ জিজ্ঞেস করবেনঃ ‘বলো, তুমি আমার জন্য কি সাওয়াব কামাই করেছো?’ সে বলবেঃ হে মহান আল্লাহ্‌! আমি এমন একটি অণু পরিমাণ সাওয়াবেরও কাজ করতে পারিনি যার প্রতিদান আমি আপনার নিকট যাঞ্চা করতে পারি।’ মহান আল্লাহ্‌ পুনরায় এটাই জিজ্ঞেস করবেন এবং সে একই উত্তর দিবে। মহান আল্লাহ্‌ আবার জিজ্ঞেস করবেন। এবার লোকটি বলবেঃ হে মহান আল্লাহ্‌! একটি সামান্য কথা মনে পড়েছে। আপনি দয়া করে কিছু মালও আমাকে দিয়েছিলেন। আমি ব্যবসায়ী লোক ছিলাম। লোকেরা আমার নিকট হতে ধার কর্য নিতো। আমি যখন দেখতান যে, এই লোকটি দরিদ্র এবং পরিশোধের নির্ধারিত সময়ে সে কর্য পরিশোধ করতে পারছে না তখন আমি তাকে আরো কিছুদিন অবকাশ দিতাম। ধনীদের ওপরও পীড়াপীড়ি করতাম না। অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে ক্ষমাও করে দিতাম।’ তখন মহান আল্লাহ্‌ বলবেনঃ তাহলে আমি তোমার পথ সহজ করবো না কেন? আমি তো সর্বাপেক্ষা বেশি সহজকারী। যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। তুমি জান্নাতে চলে যাও।’ (সহীহুল বুখারী-৪/৩৬০/২০৭৭, ফাতহুল বারী ৬/৫৭০, সহীহ মুসলিম-৩/২৭-২৯/১১৯৫, সুনান ইবনু মাজাহ২/৮০৮/২৪২০)

মুসতাদরাক হাকিম গ্রন্থে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধকারী যোদ্ধাকে সাহায্য করে বা দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে সাহায্য দেয় অথবা মুকাতাব গোলাম (যে গোলাম কে তার মনিব বলে দিয়েছেন, তুমি আমাকে এতো টাকা দিলে তুমি আযাদ হয়ে যাবে) কে সাহায্য দান করে, তাকে মহান আল্লাহ্‌ ঐ দিন ছায়া দান করবেন যেই দিন তার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। মুসনাদ আহমাদ ' গ্রন্থে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার প্রাথনা কবূল করা হোক এবং তার কষ্ট ও বিপদ দূর করা হোক সে যেন অস্বচ্ছল লোকদের ওপর স্বচ্ছলতা আনয়ন করে। ‘আব্বাস ইবনু ওয়ালিদ (রহঃ) বলেনঃ আমি ও আমার পিতা বিদ্যানুসন্ধানে বের হই এবং আমরা বলি যে, আনসারদের নিকট হাদীস শিক্ষা করবো। সর্বপ্রথম আবুল ইয়াসার (রাঃ) আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। তার সাথে তার একটি গোলাম ছিলো, যার হাতে একখানা খাতা ছিলো। গোলাম ও মনিব একই পোশাক পরিহিত ছিলেন। আমার পিতা তাঁকে বলেনঃ হ্যাঁ,অমুক ব্যক্তির ওপর আমার কিছু ঋণ ছিলো। নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেছে। ঋণ আদায়ের জন্য আমি তার বাড়িতে গমন করি। সালাম দিয়ে সে বাড়িতে আছে কি না জিজ্ঞেস করি। বাড়িতে নেই এই উত্তর আসে। ঘটনাক্রমে তার ছোট ছেলে বাইরে আসে। তাঁকে জিজ্ঞেস করি, তোমার আব্বা কোথায় রয়েছে? সে বলে, আপনার শব্দ শুনে খাটের নিচে লুকিয়ে গেছেন। আমি আবার ডাক দেই এবং বলি, তুমি যে ভিতরে রয়েছো তা আমি জানতে পেরেছি। সুতরাং লুকিয়ে থেকো না বরং এসে উত্তর দাও। সে আসে আমি বলি, লুকিয়ে ছিলে কেন? সে বলে, আমার নিকট এখন অর্থ নেই। সুতরাং সাক্ষাৎ করলে আমাকে মিথ্যা ওযর পেশ করতে হবে, না হয় মিথ্যা অঙ্গীকার করতে হবে। তাই আমি আপনার সামনে আসতে লজ্জাবোধ করছিলাম। আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সাহাবী। সুতরাং আপনাকে মিথ্যা কথা কি করে বলি? আমি বলি, তুমি মহান আল্লাহ্‌র শপথ করে বলতো যে, তোমার নিকট অর্থ নেই। তিনবার আমি তাকে শপথ করিয়ে নেই, সে তিনবার শপথ করে। আমি খাতা থেকে তার নাম কাটিয়ে নেই এবং ঋণের অর্থ পরিশোধ লিখে নেই। অতঃপর তাকে বলি, যাও তোমার নাম হতে এই অংক কেটে দিলাম। এরপর যদি অর্থ পেয়ে যাও তবে আমার এই ঋণ পরিশোধ করে দিবে। নচেৎ তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। জেনে রেখো, আমার এই চক্ষু যুগল দেখেছে, আমার এই কর্ণদ্বয় শুনেছে এবং আমার অন্তকরণ বেশ মনে রেখেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ.

‘যে ব্যক্তি কোন দরিদ্রকে অবকাশ দেয় কিংবা ক্ষমা করে দেয়, মহান আল্লাহ্ তাকে নিজের ছায়ায় স্থান দিবেন।’ (সহীহ মুসলিম-৪/৭৪/পৃষ্ঠা-২৩০১-২৩০৪)
মুসনাদ আহমাদের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে আগমন করেন। মাটির দিকে মুখ করে তিনি বলেনঃ

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، وَقَاهُ اللَّهُ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، أَلَا إِنَّ عَمَلَ الْجَنَّةِ حَزْنٌ بِرَبْوَةٍ -ثَلَاثًا -أَلَا إِنَّ عَمَلَ النَّارِ سَهْلٌ بِسَهْوَةٍ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُقِيَ الْفِتَنَ، وَمَا مِنْ جَرْعَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا عَبْدٌ، مَا كَظَمَهَا عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا مَلَأَ اللَّهُ جَوْفَهُ إِيمَانًا.

‘যে ব্যক্তি কোন নিঃস্ব ব্যক্তির পথ সহজ করবে বা তাকে ক্ষমা করে দিবে, মহান আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের প্রখরতা হতে রক্ষা করবেন। জেনে রেখো যে, জান্নাতের কাজ দুঃখজনক ও প্রবৃত্তির প্রতিকূল এবং জাহান্নামের কাজ সহজ ও প্রবৃত্তির অনুকূল। ঐ লোকরাই পুণ্যবান যারা ফিতনা ও গণ্ডগোল হতে দূরে থাকে। মানুষ ক্রোধের যে চুমুক পান করে নেয় ঐ চুমুক মহান আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়। যারা এরূপ করে তাদের অন্তর মহান আল্লাহ্ ঈমান দ্বারা পূর্ণ করে দেন। (হাদীসটি য‘ঈফ। মুসনাদ আহমাদ -১/৩২৭, আল মাজমা‘উযযাওয়ায়িদ-৪/১৩৩, ১৩৪)
তাবারানীর হাদীসের মধ্যে রয়েছে যেঃ

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا إِلَى مَيْسَرَتِهِ أَنْظَرَهُ اللهُ بِذَنْبِهِ إِلَى تَوْبَتِهِ.

‘যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র ব্যক্তির ওপর দয়া প্রদর্শন করতঃ স্বীয় ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে না, মহান আল্লাহ্ তাকে তার পাপের জন্য ধরেন না, শেষ পর্যন্ত সে তাওবাহ করে।’ (হাদীসটি য‘ঈফ। আল মাজমা‘উযযাওয়ায়িদ-৪/১৩৫, তাবারানী- ১/৯১)

﴿ وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۫ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ﴾

অতঃপর মহান আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন এবং তাদেরকে দুনিয়ার লয় ও ক্ষয়, মালের ধ্বংসশীলতা, পরকালের আগমন, মহান আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন, মহান আল্লাহ্কে নিজেদের কাজের হিসাব প্রদান এবং সমস্ত কাজের প্রতিদান প্রাপ্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ও তার শাস্তি থেকে ভয় প্রদর্শন করছেন। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, কুর’আনুল হাকীমে এটাই সর্বশেষ আয়াত। (সহীহুল বুখারী-৮/৫২/৪৫৪৪, সুনান নাসাঈ -৬/৩০৭/১১০৫৭, তাফসীর তাবারী -৬/৪০)

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) -এর একটি বর্ণনায় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর একত্রিশ দিন জীবিত থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইবনু জুরাইয (রহঃ) বলেনঃ পূর্ববর্তী মনীষীদের উক্তি এই যে, এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নয়দিন জীবিত ছিলেন। শনিবার হতে আরম্ভ হয় এবং তিনি সোমবারে ইন্তিকাল করেন। মোট কথা, কুর’আন মাজীদে সর্বশেষ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

সুরা: আল-বাক্বারাহ
আয়াত নং :-275

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَ اَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

কিন্তু যারা সুদ খায়৩১৫ তাদের অবস্থা হয় ঠিক সেই লোকটির মতো যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে।৩১৬ তাদের এই অবস্থায় উপনীত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলেঃ “ব্যবসা তো সুদেরই মতো।”৩১৭ অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করে দিয়েছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।৩১৮ কাজেই যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে এই নসীহত পৌঁছে যায় এবং ভবিষ্যতে সুদখোরী থেকে সে বিরত হয়, সে ক্ষেত্রে যা কিছু সে খেয়েছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই এবং এ ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ হয়ে গেছে।৩১৯ আর এই নির্দেশের পরও যে ব্যক্তি আবার এই কাজ করে, সে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে সে থাকবে চিরকাল।

তাফসীর :

টিকা: 315

মূল শব্দটি হচ্ছে 'রিবা'। আরবী ভাষায় এর অর্থ বৃদ্ধি। পারিভাষিক অর্থে আরবরা এ শব্দটি ব্যবহার করে এমন এক বর্ধিত অংকের অর্থের জন্য, যা ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে একটি স্থিরীকৃত হার অনুযায়ী মূল অর্থের বাইরে আদায় করে থাকে। আমাদের ভাষায় একেই বলা হয় সুদ। কুরআন নাযিলের সময় যেসব ধরনের সুদী লেনদেনের প্রচলন ছিল সেগুলোকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়। যেমন, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাতের কোন জিনিস বিক্রি করতো এবং দাম আদায়ের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতো। সময়সীমা অতিক্রম করার পর যদি দাম আদায় না হতো, তাহলে তাকে আবার বাড়তি সময় দিতো এবং দাম বাড়িয়ে দিতো। অথবা যেমন, একজন অন্য একজনকে ঋণ দিত। ঋণদাতার সাথে চুক্তি হতো, উমুক সময়ের মধ্যে আসল থেকে এই পরিমাণ অর্থ বেশী দিতে হবে। অথবা যেমন, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি বিশেষ সময়সীমার জন্য একটি বিশেষ হার স্থিরিকৃত হয়ে যেতো। ঐ সময়সীমার মধ্যে বর্ধিত অর্থসহ আসল অর্থ আদায় না হলে আগের থেকে বর্ধিত হারে অতিরিক্ত সময় দেয়া হত। এই ধরনের লেনদেনের ব্যাপার এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

টিকা: 316

আরবরা পাগল ও দেওয়ানাকে বলতো, 'মজনূন' (অর্থাৎ জিন বা প্রেতগ্রস্ত)। কোন ব্যক্তি পাগল হয়ে গেছে, একথা বলার প্রয়োজন দেখা দিলে দ্বারা বলতো, উমুককে জিনে ধরেছে। এই প্রবাদটি ব্যবহার করে কুরআন সুদখোরকে এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছে যার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তি যেমন ভারসাম্যহীন কথা বলতে ও কাজ করতে শুরু করে, অনুরূপভাবে সুদখোরও টাকার পেছনে পাগলের মতো ছুটে ভারসাম্যহীন কথা ও কাজের মহড়া দেয়। নিজের স্বার্থপর মনোবৃত্তির চাপে পাগলের মতো সে কোন কিছুরই পরোয়া করে না। তার সুদখোরীর কারণে কোন্ কোন্ পর্যায় মানবিক প্রেম-প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির শিকড় কেটে গেলো, সামষ্টিক কল্যাণের ওপর কোন ধরণের ধ্বংসকর প্রভাব পড়লো এবং কতগুলো লোকের দুরবস্থার বিনিময়ে সে নিজের প্রাচুর্যের ব্যবস্থা করলো-এসব বিষয়ে তার কোন মাথা ব্যাথাই থাকে না। দুনিয়াতে তার এই পাগলপারা অবস্থা। আর যেহেতু মানুষকে আখেরাতে সেই অবস্থায় ওঠানো হবে যে অবস্থায় সে এই দুনিয়ায় মারা গিয়েছিল, তাই কিয়ামতের দিন সুদখোর ব্যক্তি একজন পাগল ও বুদ্ধিভ্রষ্ট লোকের চেহারায় আত্মপ্রকাশ করবে।

টিকা: 317

অর্থাৎ তাদের মতবাদের গলদ হচ্ছে এই যে, ব্যবসায়ে যে মুলধন খাটানো হয়, তার ওপর যে মুনাফা আসে সেই মুনাফালব্ধ অর্থ ও সুদের মধ্যে তারা কোন পার্থক্য করে না। এই উভয় অর্থকে একই পর্যায়ভূক্ত মনে করে তারা যুক্তি পেশ করে থাকে যে, ব্যবসায়ে খাটানো অর্থের মুনাফা যখন বৈধ তখন এই ঋণবাবদ প্রদত্ত অর্থের মুনাফা অবৈধ হবে কেন? বর্তমান যুগের সুদখোররাও সুদের স্বপক্ষে এই একই যুক্তি পেশ করে থাকে। তারা বলে, এক ব্যক্তি যে অর্থ থেকে লাভবান হতে পারতো, তাকে সে ঋণ বাবদ দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে তুলে দিচ্ছে। আর ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি নিঃসন্দেহে তা থেকে লাভবানই হচ্ছে। তাহলে এক্ষেত্রে ঋণদাতার যে অর্থ থেকে ঋণগ্রহীতা লাভবান হচ্ছে তার একটি অংশ সে ঋণদাতাকে দেবে না কেন? কিন্তু তারা একথাটি চিন্তা করে না যে, দুনিয়ায় যত ধরনের কারবার আছে, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী, কৃষি-যাই হোক না কেন, যেখানে মানুষ কেবলমাত্র শ্রম খাটায় অথবা শ্রম ও অর্থ উভয়টিই খাটায়, সেখানে কোন একটি কারবারও এমন নেই যাতে মানুষকে ক্ষতির ঝুঁকি (Risk) নিতে হয় না। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মুনাফা বাবদ অর্জিত হবার গ্যারান্টিও কোথাও থাকে না। তাহলে সারা দুনিয়ার সমস্ত ব্যবসায় সংগঠনের মধ্যে একমাত্র ঋণদাতা পুঁজিপতিইবা কেন ক্ষতির ঝুঁকিমুক্ত থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা লাভের হকদার হবে? অলাভজনক উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করার বিষয়টি কিছুক্ষণের জন্য না হয় দূরে সরিয়ে রাখুন এবং সুদের হারের কম বেশীর বিষয়টিও স্থগিত রাখুন। লাভজনক ও উৎপাদনশীল ঋণের ব্যাপারেই আসা যাক এবং হারও ধরা যাক কম। প্রশ্ন হচ্ছে, যারা রাতদিন নিজেদের কারবারে সময়, শ্রম, যোগ্যতা ও পুঁজি খাটিয়ে চলছে এবং যাদের প্রচেষ্টা ও সাধনার ওপরই এই কারবার ফলপ্রসূ হওয়া নির্ভর করছে তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংকের মুনাফা হাসিল করতে থাকবে, এটি কোন্ ধরনের বুদ্ধিসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত কথা? ন্যায়, ইনসাফ ও অর্থনীতির কোন্ মানদণ্ডের বিচারে একে ন্যায়সঙ্গত বলা যেতে পারে। আবার এক ব্যক্তি একজন কারখানাদারকে বিশ বছরের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ ঋণ দিল এবং

ঋণ দেয়ার সময়ই সেখানে স্থিরিকৃত হলো যে, আজ থেকেই সে বছরে শতকরা পাঁচ টাকা হিসেবে নিজের মুনাফা গ্রহণের অধিকারী হবে। অথচ কেউ জানে না, এই কারখানা যে পণ্য উৎপাদন করছে আগামী বিশ বছরে বাজারে তার দামের মধ্যে কি পরিমাণ ওঠানামা হবে? কাজেই এ পদ্ধতি কেমন করে সঠিক হতে পারে? একটি জাতির সকল শ্রেণী একটি যুদ্ধে বিপদ, ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করবে কিন্তু সমগ্র জাতির মধ্যে একমাত্র ঋণদাতা পুঁজিপতি গোষ্ঠীই তাদের জাতিকে প্রদত্ত যুদ্ধঋণের সুদ উসূল করতে থাকবে শত শত বছর পরও, এটাকে কেমন করে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত বলা যেতে পারে?।

টিকা: 318

ব্যবসা ও সুদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণে উভয়ের অর্থনৈতিক ও নৈতিক মর্যাদা একই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। এই পার্থক্য নিম্নরূপঃ(ক) ব্যবসায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মুনাফার সমান বিনিময় হয়। কারণ বিক্রেতার কাছ থেকে একটি পণ্য কিনে ক্রেতা তা থেকে মুনাফা অর্জন করে। অন্যদিকে ক্রেতার জন্য ঐ পণ্যটি যোগাড় করার ব্যাপারে বিক্রেতা নিজের যে বুদ্ধি, শ্রম ও সময় ব্যয় করেছিল তার মূল্য গ্রহণ করে। বিপরীতপক্ষে সুদী লেনদেনের ব্যাপারে মুনাফার সমান বিনিময় হয় না। সুদ গ্রহণকারী অর্থের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করে। এটি তার জন্য নিশ্চিতভাবে লাভজনক। কিন্তু অন্যদিকে সুদ প্রদানকারী কেবলমাত্র 'সময়' লাভ করে, যার লাভজনক হওয়া নিশ্চিত নয়। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য যদি সে ঐ ঋণ বাবদ অর্থ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ঐ 'সময়' তার জন্যে নিশ্চিতভাবে অলাভজনক ও অনুৎপাদনশীল। আর যদি সে ব্যবসায়, শিল্প প্রতিষ্ঠান, কারিগরি সংস্থা অথবা কৃষি কাজে লাগাবার জন্য ঐ অর্থ নিয়ে থাকে, তবুও 'সময়' তার জন্য যেমন লাভ আনবে তেমনি ক্ষতিও আনবে, দু'টোরই সম্ভাবনা সমান। কাজেই সুদের ব্যাপারটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় একটি দলের লাভ ও অন্য দলের লোকসানের ওপর অথবা একটি দলের নিশ্চিত ও নির্ধারিত লাভ ও অন্য দলের অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত লাভের ওপর।(খ) ব্যবসায়ে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে যত বেশী লাভ গ্রহণ করুক না কেন, সে মাত্র একবারই তা গ্রহণ করে। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানকারী নিজের অর্থের জন্য অনবরত মুনাফা নিতে থাকে। আবার সময়ের গতির সাথে সাথে তার মুনাফাও বেড়ে যেতে থাকে। ঋণগ্রহীতা তার অর্থ থেকে যতই লাভবান হোক না কেন তা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু ঋণদাতা এই লাভ থেকে যে মুনাফা অর্জন করে তার কোন সীমা নেই। এমনও হতে পারে, সে ঋণগ্রহীতার সমস্ত উপার্জন, তার সমস্ত অর্থনৈতিক উপকরণ এমনকি তার পরনের কাপড়-চোপড় ও ঘরের বাসন-কোসনও উদরস্থ করে ফেলতে পারে এবং এরপরও তার দাবী অপূর্ণ থেকে যাবে।(গ) ব্যবসায়ে পণ্যের সাথে তার মূল্যের বিনিময় হবার সাথে সাথেই লেনদেন শেষ হয়ে যায়। এরপর ক্রেতাকে আর কোন জিনিস বিক্রেতার হাতে ফেরত দিতে হয় না। গৃহ, জমি বা মালপত্রের ভাড়ার ব্যাপারে আসল যে বস্তুটি যার ব্যবহারের জন্য মূল্য দিতে হয়, তা ব্যয়িত হয় না বরং অবিকৃত থাকে এবং অবিকৃত অবস্থায় তা ভাড়াদানকারীর কাছে ফেরত দেয়া হয়। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা আসল পুঁজি ব্যয় করে ফেলে তারপর ব্যয়িত অর্থ পুনর্বার উৎপাদন করে বৃদ্ধি সহকারে ফেরত দেয়।(ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কারিগরী ও কৃষিতে মানুষ শ্রম, বুদ্ধি ও সময় ব্যয় করে তার সাহায্যে লাভবান হয়। কিন্তু সুদী কারবারে সে নিছক নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে কোন প্রকার শ্রম ও কষ্ট ছাড়াই অন্যের উপার্জনের সিংহভাগের অংশীদার হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকে "অংশীদার" বলা হয় লাভ-লোকসান উভয় ক্ষেত্রে যে অংশীদার থাকে এবং লাভের ক্ষেত্রে লাভের হার অনুযায়ী যার অংশীদারীত্ব হয়, তেমন অংশীদারের মর্যাদা সে লাভ করে না। বরং সে এমন অংশীদার হয়, যে লাভ-লোকসান ও লাভের হারের কোন পরোয়া না করেই নিজের নির্ধারিত মুনাফার দাবীদার হয়।এসব কারণে ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক মর্যাদা ও সুদের অর্থনৈতিক অবস্থানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সূচিত হয়। এর ফলে ব্যবসায় মানবিক তামাদ্দুনের লালন ও পুনর্গঠনকারী শক্তিতে পরিণত হয়। বিপরীতপক্ষে সুদ তার ধ্বংসের কারণ হয়। আবার নৈতিক দিক দিয়ে সুদের প্রকৃতিই হচ্ছে, তা ব্যক্তির মধ্যে কার্পণ্য, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, কঠোরতা ও অর্থগৃধ্নুতা সৃষ্টি করে এবং সহানুভূতি ও পারস্পারিক সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব বিনষ্ট করে দেয়। তাই অর্থনৈতিক ও নৈতিক উভয় দিক দিয়েই সুদ মানবতার জন্য ধ্বংস ডেকে আনে।

টিকা: 319

একথা বলা হয়নি যে, যা কিছু সে খেয়ে ফেলেছে, আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। বরং বলা হচ্ছে তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে থাকছে। এই বাক্য থেকে জানা যায়, "যা কিছু সে খেয়েছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই" বাক্যের অর্থ এ নয় যে, যা

কিছু ইতিপূর্বে খেয়ে ফেলেছে তা মাফ করে দেয়া হয়েছে বরং এখানে শুধুমাত্র আইনগত সুবিধের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইতিপূর্বে যে সুদ সে খেয়ে ফেলেছে আইনগতভাবে তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হবে না। কারণ তা ফেরত দেয়ার দাবী করা হলে মামলা-মোকদ্দামার এমন একটা ধারাবাহিকতা চক্র শুরু হয়ে যাবে যা আর শেষ হবে না। তবে সুদী কারবারের মাধ্যমে যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করেছে নৈতিক দিক দিয়ে তার অপবিত্রতা পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি তার মনে যথার্থই আল্লাহর ভীতি স্থান লাভ করে থাকে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তার অর্থনৈতিক ও নৈতিক দৃষ্টিভংগি যদি সত্যিই পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে নিজেই এই হারাম পথে উপার্জিত ধন-সম্পদ নিজের জন্য ব্যয় করা থেকে বিরত থাকবে এবং যাদের অর্থ-সম্পদ তার কাছে আছে তাদের সন্ধান লাভ করার জন্য নিজস্ব পর্যায়ে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকবে। হকদারদের সন্ধান পাবার পর তাদের হক ফিরিয়ে দেবে। আর যেসব হকদারের সন্ধান পাবে না তাদের সম্পদগুলো সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার ব্যবস্থা করবে। এই কার্যক্রম তাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। তবে যে ব্যক্তি তার পূর্বেকার সুদলব্ধ অর্থ যথারীতি ভোগ করতে থাকে, সে যদি তার এই হারাম খাওয়ার শাস্তি লাভ করেই যায়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

সুদের সাথে জড়িতদের শাস্তিদান প্রসঙ্গ

এর পূর্বে ঐ লোকদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যারা সৎ, দাতা, যাকাত প্রদানকারী, অভাবগ্রস্ত ও আত্মীয়-স্বজনের দেখাশুনাকারী এবং সদা-সর্বদা তাদের উপকার সাধনকারী। এবার ঐসব লোকের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা সুদ খায়, দুনিয়া লোভী, অত্যাচারী এবং অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারী। এখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ সব লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যাদরকে কিয়ামত দিবসে কবর থেকে পুর্নজীবন দিয়ে উত্থিত করা হবে এবং বিচারের জন্য সমবেত করা হবে। তিনি বলেনঃ 'যারা সুদ ভক্ষণ করে তারা শায়তানের স্পর্শে মোহাভিভূত ব্যক্তির ন্যায় কিয়ামত দিবসে দণ্ডায়মান হবে; এর কারণ এই যে, তারা বলেঃ ব্যবসা সুদের অনুরূপ বৈ তা নয়। ঐ সুদখোর লোকেরা তাদের কবর থেকে অজ্ঞান অথবা পাগলের মতো দিকভ্রান্ত হয়ে উত্থিত হবে। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ যারা সুদ ভক্ষণ করে তাদেরকে কিয়ামত দিবসে শৃঙ্খলিত বন্দী হিসেবে কবর থেকে তোলা হবে। (তাফসীর তাবারী-৬/৯) ইবনু আবী হাতিম (রহঃ) 'ও এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, 'আউফ ইবনু মালিক (রহঃ) , সা'ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) , সুদ্দী (রহঃ) , বারী ' ইবনু আনাস (রহঃ) , কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান (রহঃ) অনুরূপ তাফসীর করেছেন। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ৩/১১৩০, ১১৩১)

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) থেকে منالمس এরপর يومالقيامة শব্দটি এসেছে। অর্থাৎ তারা দাড়াতে সক্ষম হবে না। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম)

ইবনু জারীর (রহঃ) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) -এর একটি সূত্র উল্লেখ করে বলেন যে, কিয়ামতের দিন সুদখোরকে বলা হবে তোমার অস্ত্র ধারণ করো এবং তোমাদের প্রতিপালকের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন। (তাফসীর তাবারী -৬/৯/৬২৪১)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ. فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا.

'মি'রাজের রাতে একটি সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছি যাদের পেটগুলো বড় বড় ঘরের মতো, যার ভিতরে অনেকগুলো সাপ। যা পেটের বাহির থেকেই প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিলো। আমি বললাম, হে জিবরাঈল (আঃ) -এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হলো সুদখোর। (সনদ য'ঈফ। সুনান ইবনু মাজাহ-২/৭৬৩/২২৭৩, মুসনাদ আহমাদ -২/৩৫৩, ৩৬৩)

ইমাম বুখারী (রহঃ) সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ-حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَحْمَرُ مِثْلُ الدَّمِ -وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ الْحِجَارَةَ عِنْدَهُ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا وَذَكَرَ فِي تَفْسِيرِهِ: أَنَّهُ آكِلُ الرِّبَا.

‘যখন আমি লাল রঙ বিশিষ্ট একটি নদীতে পৌঁছি যার পানি রক্তের মতো লাল ছিলো, তখন আমি দেখি যে, এক লোক অতি কষ্টে নদীর তীরে আসছে। কিন্তু তীরে একজন ফিরিশতা বহু পাথর জমা করে বসে আছেন এবং তাঁর পাশে আরো একজন ফিরিশতা রয়েছেন। নদীতে থাকা লোকটি সাতরে তীরের কাছে আসার সাথে সাথে একজন ফিরিশতা তার মুখ হা করে ধরছেন এবং অপর ফিরিশতা তার মুখে পাথর ভরে দিচ্ছেন। তখন সে ওখানে থেকে পলায়ন করছে। অতঃপর পুনরায় এরূপই হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, তার শাস্তির কারণ এই যে, সে সুদ খেতো। (সহীহুল বুখারী-১২/৪৫৭/৭০৪৭, মুসনাদ আহমাদ -৫/৮, ১০। ফাতহুল বারী ৩/২৯৫)

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا١ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا﴾

‘এর কারণ এই যে, তারা বলে, ব্যবসা সুদের অনুরূপ; অথচ মহান আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।’ এটা মনে রাখার বিষয় যে, তারা যেন সুদকে ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর অনুমান করে সুদ লেনদেন করতো এমনটি নয়, কেননা মুশরিকরা পূর্ব হতে ক্রয়-বিক্রয়কেও শারী‘আত সম্মত বলতো না। তাদেরকে উত্তর দেয়া হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী ঐ বৈধতা ও অবৈধতা সাব্যস্ত হয়েছে। এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটা কাফিরদেরই উক্তি। তাহলে সুক্ষ্মতার সাথে একটি উত্তরও হয়ে যাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ্ একটিকে হারাম করেছেন এবং অপরটিকে হালাল করেছেন এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদ কিসের?’ সর্বজ্ঞাতা ও মহাবিজ্ঞানময় মহান আল্লাহ্র নির্দেশের ওপর প্রতিবাদ উত্থাপন করার তোমরা কে? তাঁর কাজের বিচার বিশ্লেষণ করার কার অধিকার রয়েছে? সমস্ত কাজের মূল তত্ব তাঁরই জানা রয়েছে। তার বান্দাদের জন্য প্রকৃত উপকার কোন জিনিসে রয়েছে এবং প্রকৃত ক্ষতি কোন বস্তুতে রয়েছে সেটা তো তিনিই ভালো জানেন। তিনি উপকারী বস্তু হালাল করেন এবং ক্ষতিকর বস্তু হারাম করেন। মা তার দুগ্ধপায়ী শিশুর ওপর ততো করুণাময়ী হতে পারে না যতোটা করুণাময় মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ওপর। তিনি যা হতে নিষেধ করেন তার মধ্যে মঙ্গল নিহিত রয়েছে এবং যা করতে আদেশ করেন তার মধ্যেও মঙ্গল রয়েছে।

অতঃপর বলা হচ্ছে, ‘মহান আল্লাহ্র উপদেশ শ্রবণের পর যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। যেমন অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ্ বলেনঃ
﴿عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ﴾

‘সেই অতীত ত্রুটি মহান আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন।’ (৫নং সূরাহ্ আল মায়িদাহ, আয়াত নং ৯৫) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেমন মাক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেনঃ

وَكُلُّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ.

‘অজ্ঞতাপূর্ণ যুগে সমস্ত সুদ আমার পদদ্বয়ের নীচে ধ্বংস হয়ে গেলো। সর্বপ্রথম সুদ যা আমি মিটিয়ে দিচ্ছি তা হচ্ছে ‘আব্বাস (রাঃ) -এর সুদ।’ (সহীহ মুসলিম-২/১৪৭/৮৮৬, সুনান আবূ দাঊদ-২/১৮২/১৯০৫, সুনান ইবনু মাজাহ-২/১০২২/৩০৭৪, মুসনাদ আহমাদ -৫/৭৩) সুতরাং অন্ধকার যুগের যেসব সুদ গ্রহণ করা হয়েছিলো সেগুলো ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি। বরং যা অতীত হয়ে গিয়েছে সে গুলো তিনি ক্ষমা করেছেন। এই জন্যই মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَ اَمْرُهٗۤ اِلَى﴾ সুতরাং যা অতীত হয়েছে তার কৃতকর্ম মহান আল্লাহ্র ওপর নির্ভর।’ অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, উম্মু মুহাব্বাহ যিনি যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ) -এর উম্মু ওয়ালাদ (ক্রীতদাসীর সাথে মনিবের সহবাসের ফলে সন্তান জন্মলাভ করলে উক্ত ক্রীতদাসীকে উম্মু ওয়ালাদ বলা হয়) ছিলেন, তিনি ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) -কে বললেন, হে উম্মুল মু’মিনীন! আপনি কি যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ) -কে চিনেন? তিনি বলেন হ্যাঁ। তখন উম্মু মুহাব্বাহ বলেন ঐ যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ) -এর নিকট আমি আট শো’তে একটি গোলাম বিক্রি করি এই শর্তে যে, আতা আসলে সে টাকা পরিশোধ করবে। এরপর তার নগদ টাকার প্রয়োজন হয় এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সে ঐ গোলামটি বিক্রি করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। ফলে আমি তা ছ'শোতে ক্রয় করে নেই। উত্তরে ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, তুমি এবং সে উভয়েই একটি অন্যায় কাজ করেছো। কেননা এটা সম্পূর্ণ শারী‘আত বিরোধী কাজ। যাও যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ) -কে বলো যে, যদি সে তাওবাহ না করে তাহলে তার জিহাদের পুণ্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাবে, যে জিহাদ সে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সাথে করেছে। উম্মু মুহাব্বাহ বলেন, আমি বললাম , যে দু’শো আমি তার কাছে পাবো তা যদি ছেড়ে দেই এবং ছয়শ’ আদায় করে নেই তাহলে আমি আটশোই পেয়ে যাবো। তখন ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, ‘এতে কোন দোষ নেই।’ অতঃপর তিনি ﴿فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ﴾এই আয়াতটি (২নং সূরাহ আল বাকারা, আয়াত-২৭৫) পড়ে শোনান। (সুনান বায়হাক্বী-৫/৩৩০, ৩৩১, তাবাকাতু ইবনু সা‘ঈদ-৮/৪৮৭, মুসান্নাফ ‘আব্দুর রায্যাক-৮/১৮৪, ১৮৫, সুনান দারাকুতনী-২/৩১১, নাসবুর রায়াহ-৪/১৬,)

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿وَ مَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾ 'সুদের নিষিদ্ধতা তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করার পরেও যদি সে সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ না করে তাহলে সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। চিরকাল সে জাহান্নামে অবস্থান করবে।' ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যখন 'যারা সুদ ভক্ষণ করে তারা শায়তানের স্পর্শে মোহাভিভূত ব্যক্তির অনুরূপ কিয়ামত দিবসে দণ্ডায়মান হবে' নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ مَنْ لَمْ يَذْرِ الْمُخَابَرَةَ، فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ.

'যে ব্যক্তি এখন সুদ পরিত্যাগ করলো না, সে যেন মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। (হাদীসটি য'ঈফ। সুনান আবূ দাঊদ-৩/১৬২/৩৪০৬, মুসতাদরাক হাকিম-২/২৮৫, ২৮৬, সুনান বায়হাক্বী-৩/১২৮, হিলইয়াতুল আওলিয়া-৯/২৩৬, সিলসিলাতুয য'ঈফাহ-৯৯০)

مُخَابِرَة শব্দের অর্থ এই যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ভূমিতে শস্যের বীজ বপন করলো এবং চুক্তি করলো ভূমির এই অংশে যা উৎপন্ন হবে তা আমার এবং অবশিষ্ট তোমার।' مُزَابَنَة শব্দের অর্থ এই যে, একটি লোক অপর একটি লোককে বলেঃ 'তোমার এই গাছের যা খেজুর রয়েছে তা আমার এবং এর বিনিময়ে আমি তোমাকে এই পরিমাণ খেজুর প্রদান করবো। " مُحَاقَلَة শব্দের অর্থ হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি অপর একটি ব্যক্তিকে বলেঃ 'তোমার শস্যক্ষেতে যে শস্য রয়েছে তা আমি ক্রয় করছি এবং তার বিনিময়ে আমার নিকট হতে কিছু শস্য তোমাকে প্রদান করছি।' ক্রয়-বিক্রয়ের এই পদ্ধতিগুলো শারী'আতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে যেন সুদের মূল কর্তিত হয়। এগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ বর্ণনায় 'আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কেউ বলেছেন এক রকম এবং কেউ বলেছেন অন্য রকম। আমীরুল মু'মিনীন দ্বিতীয় খালীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) -এর একটি বক্তব্য এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি। তিনি বলেছেনঃ আমার খুবই আশা ছিলো যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনটি বিষয় আমাদের কাছে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিবেন যাতে ঐ বিষয়সমূহে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি। তা হলো- (১) দাদার উত্তরাধিকার, (নাতী-নাতনীদের সম্পদ থেকে দাদার অংশ) (২) 'কালালাহ'দের (যে মৃত ব্যক্তি সন্তান অথবা মাতাপিতা রেখে যায়নি তাকে কালালাহ বলা হয়) উত্তরাধিকার এবং (৩) বিভিন্ন সুদের ফায়সালা সংক্রান্ত বিষয়। (সহীহুল বুখারী-১০/৪৮/হা ৫৫৮৮, ফাতহুল বারী -১০/৪৮, সহীহ মুসলিম-৪/৩২/ পৃষ্ঠা-২৩২২, সুনান আবূ দাঊদ-৩/৩২৪/হা৩৬৬৯)

'উমার (রাঃ) ঐ সমস্ত লেনদেনের কথা উল্লেখ করতে চেয়েছেন যে বিষয়ে পরিস্কারভাবে বলা হয়নি যে, তা সুদ বলে গণ্য হবে, কি হবে না। শারী'আত বর্ণনা করছে, যে বিষয়টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার সাথে যদি হালাল কোন কিছু যোগ করা হয় তাহলে তাও নিষিদ্ধ বা হারাম বলে গণ্য হবে। কারণ হারাম কাজের সাথে মিশ্রিত হওয়ার ফলে হালাল জিনিসও আর হালাল থাকে না। অনুরূপভাবে কোন কিছু করার জন্য যদি বাধ্য-বাধ্যকতা থাকে এবং ঐ কাজের সাথে যদি কোন কিছু যোগ করা ছাড়া সম্পূর্ণ করা না যায় তাহলে ঐ জিনিসটিও বাধ্য-বাধকতার আওতায় আসবে। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ.

'হালাল স্পষ্ট ও হারামও স্পষ্ট। কিন্তু এর মধ্যে কতোগুলো জিনিস সন্দেহযুক্ত রয়েছে। এগুলো হতে দূরে অবস্থানকারীগণ নিজেদের ধর্ম ও সম্মান বাঁচালো। ঐ সন্দেহযুক্ত জিনিসগুলোর মধ্যে পতিত ব্যক্তিরাই হচ্ছে হারামের মধ্যে পতিত ব্যক্তি। যেমন কোন রাখাল কোন এক ব্যক্তির রক্ষিত চারণ ভূমির আশ-পাশে তার পশুপাল চরিয়ে থাকে। সেখানে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, ঐ পশুপাল ঐ ব্যক্তির চারণ ভূমিতে ঢুকে পড়বে।' (সহীহুল বুখারী-১/১৫৩/হা-৫২, ফাতহুল বারী -১/১৫৩, সহীহ মুসলিম-৩/১২১৯/হা-১০৭, সুনান আবূ দাউদ-৩/২৪৩/২৩৩০, জামি' তিরমিযী-৩/৫১১/হা১২০৫, সুনান নাসাঈ -৭/২০৭৭/৪৪৬৫, সুনান ইবনু মাজাহ-২/১৩১৮/৩৯৮৪, মুসনাদ আহমাদ -৪/২৬৭)
সুনানে হাসান ইবনু 'আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ.

'যে জিনিস তোমাকে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করে তা ছেড়ে দাও এবং যা পবিত্র তা গ্রহণ করো। (সহীহুল বুখারী-৪/৩৪১, তিরমিযী-৪/৫৭৬/২৫১৮, সুনান নাসাঈ -৮/৭৩২/৫৭২৮) অন্য হাদীসে আছেঃ الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَتْ فِيهِ النَّفْسُ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

‘পাপ সেটাই, যা অন্তরে খটকা দেয়, মনে সন্দেহের উদ্রেক করে এবং যা জনগণের মধ্যে জানাজানি হওয়াটা তুমি পছন্দ করো না।’ (সহীহুল মুসলিম-৪/১৪/পৃষ্ঠা-১৯৮০, জামি‘ তিরমিযী- ৪/৫১৫/হা২৩৮৯, মুসনাদ আহমাদ -৪/১৮২)
অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ
اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.

‘তোমার মনকে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করো, যদিও মানুষ অন্য ফাতাওয়া প্রদান করে।’ (হাদীসটি হাসান। সুনান দারিমী-২/৩১৯/২৫৩৩, মুসনাদ আহমাদ -৪/২২৮, তারিখুল কাবীর-১/১৪৫)

‘উমার (রাঃ) বলতেনঃ ‘বড়ই আফসোস যে, আমি সুদের তাফসীর পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারিনি এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করলেন। হে জনমণ্ডলী! তোমরা সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ করো এবং প্রত্যেকে ঐ জিনিস পরিত্যাগ করো যার মধ্যে সামান্যতম সন্দেহ রয়েছে। (সনদ মুনকাতি‘। মুসনাদ আহমাদ -১/৩৬, সুনান ইবনু মাজাহ-২/৭৬৩/হা-২২৭৬)

একটি হাদীসে রয়েছে যেঃ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ‘সুদের তিয়াত্তরটি পাপ রয়েছে।’ (হাদীসটি সহীহ। সুনান ইবনু মাজাহ-২/৭৬৩/২২৭৫) ইমাম হাকিম (রহঃ) একটু বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেছেন যে, أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.

‘সবচেয়ে হালকা পাপ হচ্ছে মায়ের সাথে ব্যভিচার করা। সবচেয়ে বড় সুদ হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির সম্মান নষ্ট করা।’ (হাদীসটি সহীহ। মুসতাদরাক হাকিম২/৩৭) আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ
الرِّبَا سَبْعُوْنَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ.

‘সুদের সত্তরটি পাপ রয়েছে।’ ‘সবচেয়ে হালকা পাপ হচ্ছে মায়ের সাথে ব্যভিচার করা।’ (হাদীসটি সহীহ। সুনান ইবনু মাজাহ-২/৭৬১/২২৭৪) আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيْهِ الرِّبَا قَالَ: قِيلَ لَهُ: النَّاسُ كُلُّهُمْ؟ قَالَ: مَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ.

‘এমন যুগ আসবে যে, মানুষ সুদ গ্রহণ করবে।’ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ ‘সবাই কি সুদ গ্রহণ করবে? তিনি উত্তরে বলেনঃ ‘যে গ্রহণ করবে না তার কাছেও তার ধূলী পৌঁছবে।’ (সনদ মুনকাতি‘। মুসনাদ আহমাদ -২/৪৯৪, সুনান আবূ দাউদ-৩/২৪৩/হা৩৩৩১, সুনান নাসাঈ -৭/২৭৯, ২৮০/হা-৪৪৬৭, সুনান ইবনু মাজাহ-২/৭৬৩/হা২২৭৮) এ ধূলী হতে বাঁচার উদ্দেশ্যে ঐ কারণগুলোর পাশেও যাওয়া উচিত নয় যেগুলো হারামের দিকে নিয়ে যায়।

‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। যখন সূরাহ্ বাক্বারার শেষ আয়াতটি সুদের নিষিদ্ধতার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে এসে তা পাঠ করেন এবং সুদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করেন। (মুসনাদ আহমাদ ৬/৪৬) (মুসনাদ আহমাদ ৬/৪৬) এ ছাড়া ছয়টি হাদীসগ্রন্থের তিরমিযী বাদে অন্যান্য গ্রন্থে এটি বর্ণনা করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৫১, সহীহ মুসলিম৩/১২০৬, সুনান আবু দাঊদ৩/৭৫৯, সুনান নাসাঈ ৬/৩০৬, ইবনু মাজাহ ২/১০২২) অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا.

‘ইয়াহূদীদেরকে মহান আল্লাহ্ অভিশপ্ত করেছেন; কেননা যখন তাদের ওপর চর্বি হারাম করা হয় তখন তারা কৌশল অবলম্বন করে ঐগুলো গলিয়ে বিক্রি করে এবং মূল গ্রহণ করে।’ (সহীহুল বুখারী-৬/৫৭০/হা৩৪৬০, ফাতহুল বারী -৬/৫৭২, সহীহ মুসলিম-৩/৭২/পৃষ্ঠা-১২০৭, সুনান ইবনু মাজাহ-২/১১২২/হা-৩৩৮৩, সুনান দারিমী-২/১৫৬/২১০৪, মুসনাদ আহমাদ -১/২৫) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ
لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ.

‘সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, সাক্ষ্যদানকারী এবং লেখকদের প্রতি মহান আল্লাহ্র অভিশাপ।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহ মুসলিম-৩/১০৯/ পৃষ্ঠা-১২১৯, সুনান আবূ দাউদ-৩/২৪৪/হা-৩৩৩৩, জামি‘তিরমিযী -৩/৫১২/হা১২০৬, মুসনাদ আহমাদ -৩/৩০৪)

তাহলে এটা স্পষ্ট কথা যে, সুদের লেখক ও সুদের সাক্ষ্যদাতাদের অযথা মহান আল্লাহ্‌র অভিশাপ স্কন্ধে বহন করার কি প্রয়োজন? ভাবার্থ এই যে, শারী'আতের বন্ধনে এনে কৌশল অবলম্বন করে তারা ঐ সুদের লেখা-পড়া করে, এ জন্য তারাও অভিশপ্ত। সহীহ হাদীসে এসেছে যেঃ

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

'নিশ্চয় মহান আল্লাহ্‌ তোমাদের আকৃতি এবং সম্পদের দিকে কোন দৃষ্টিপাত করবেন না। তবে তিনি তোমাদের অন্তর ও 'আমলের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন।' (সহীহ মুসলিম- ৪/৩৩/১৯৮৬, সুনান ইবনু মাজাহ-২/১৩৮৬/হা-৪১৪৩, মুসনাদ আহমাদ -২/২৮৫)

'আল্লামাহ ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) এই কৌশল খণ্ডন করার ব্যাপারে إِبْطَالالتَّحْلِيلِ নামে একখানা পৃথক কিতাব রচনা করেছেন। কিতাবটি এই বিষয়ে উত্তম কিতাবই বটে।

পূর্বের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা দানের প্রতি উৎসাহ, দানের ফযীলত ও প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ আয়াতে যারা সুদ খায় কিয়ামতের দিন তাদের কী অবস্থা হবে, সুদের বিধি-বিধান ও যারা সুদের বিধান জানার পরেও বর্জন করে না তাদের বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

সুদ দারিদ্র বিমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের প্রধান অন্তরায়। এটি মানব জীবনে এমন একটি মারাত্মক ব্যাধি যা দরিদ্রকে নিঃসম্বল করে আর সম্পদশালীদের সম্পদ বেশী করে। এটি সমাজের একশ্রেণির পুঁজিবাদী লোকেদের অন্যের সম্পদ শোষণের হাতিয়ার। পূর্ববর্তী জাতিকে যেসকল অপরাধের কারণে লা'নত করা করা হয়েছে তাদের অন্যতম একটি হল সুদ (সূরা নিসা ৪:২৬৯)। যারা জেনেশুনে সুদ খায়, সুদ বৈধতার লাইসেন্স প্রদান করে তারা মূলত আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সুতরাং এমন জঘন্য অপরাধ থেকে সকলকে সতর্ক হওয়া উচিত।

সুদের পরিচয়: সুদের আরবি হল- রিবা (الربا) যার অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য হল যা মূল ধনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা হয়।

শরীয়তের পরিভাষায় সুদ:

প্রধানত সুদ দু'প্রকারে হয়- (১) বাকীতে সুদ ঋণগ্রহীতা থেকে ঋণদাতা সময়ের তারতম্যে মূল ধনের অতিরিক্ত যা গ্রহণ করে থাকে। যেমন এক টাকায় এক বছর পর দুই টাকা গ্রহণ করা।

(২) একই জাতীয় দ্রব্য বা পণ্য লেনদেনে কম-বেশি করা যদিও দ্রব্য বা পণ্যের মানে তারতম্য হয়। যেমন এক কেজি চাউলের বিনিময়ে দু'কেজি চাউল গ্রহণ করা।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক ব্যক্তিকে খায়বারের কর্মচারী নিয়োগ দিলেন। সে ভাল ভাল খেজুর নিয়ে আসল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: খায়বারের সব খেজুর কি এরূপ? সে বলল: না, দু'সা' (এক সা' প্রায় আড়াই কেজি) নিম্নমানের খেজুরের বিনিময়ে এক সা' ভাল খেজুর গ্রহণ করি, আবার তিনি সা' নিম্নমানের খেজুরের বিনিময়ে দু'সা' ভাল খেজুর গ্রহণ করি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: এরূপ করো না, (নিম্নমানের খেজুর) সব দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে তারপর দিরহাম দ্বারা ভাল খেজুর ক্রয় কর। (সহীহ বুখারী হা:২০৮৯)

প্রথমেই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সুদখোরদের ভয়ানক অবস্থা ও লাঞ্ছনা-বঞ্চনার একটি উপমা তুলে ধরেছেন। যারা সুদ খায় তারা হাশরের দিন কবর থেকে ঐ ব্যক্তির মত উঠবে যে ব্যক্তিকে কোন শয়তান-জিন আছর করে উন্মাদ ও পাগল করে দেয়। তাদের এ ভয়ানক ও লাঞ্ছনার কারণ হল, তারা সুদকে ব্যবসার মত হালাল মনে করে।

তাদের বক্তব্য হলো ব্যবসায় যেমন হালাল, ব্যবসা করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায় তেমনি সুদ সম্পদ বৃদ্ধি করে, তাই ব্যবসার মত সুদও হালাল, উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এখান থেকে জানা গেল, জিন ও শয়তানের আছরের ফলে মানুষ অজ্ঞান কিংবা উন্মাদ হতে পারে। এর বাস্তবতা রয়েছে, চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরাও স্বীকার করেন। মৃত্যুকালীন সময় শয়তানের আছর থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাইতেন। (নাসায়ী হা: ৫৫৩১, সহীহ)

প্রথমেই সুদখোরদের এ ভয়ানক অবস্থা আলোচনার কারণ হল, যাতে মানুষ সুদ থেকে বিরত থাকে। আয়াতে 'সুদ খাওয়া'র (يَأْكُلُوْنَ) কথা বলা হয়েছে। এ অর্থ হল- সুদ গ্রহণ করা ও সুদী লেন-দেন করা। খাওয়ার জন্য ব্যবহার করুক, কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি অথবা আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহার করুক। কিন্তু বিষয়টি 'খাওয়া'শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ হল- যে বস্তু খেয়ে ফেলা হয়, তা আর ফেরত দেয়ার সুযোগ থাকে না। অন্যরকম ব্যবহারে ফেরত দেয়ার সুযোগ থাকে। তাই পুরোপুরি আত্মসাৎ করার কথা বুঝাতে 'খেয়ে ফেলা'শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(لَا يَقُوْمُوْنَ اَلاَّ...)

'দণ্ডায়মন হবে'এখানে দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হল- কবর থেকে হাশরের উদ্দেশ্যে উঠা। সুদখোর যখন কবর থেকে উঠবে তখন ঐ পাগল বা উন্মাদের মত উঠবে যাকে কোন শয়তান-জিন আছর করে দিশেহারা করে দেয়।

(فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى)

'সুতরাং যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসবে'অর্থাৎ যে ব্যক্তির কাছে 'সুদ হারাম'- আল্লাহ তা'আলার এ বাণী পৌঁছল, অতঃপর আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে সুদ খাওয়া ও সকল প্রকার সুদী লেন-দেন বর্জন করল এমন ব্যক্তির পূর্ববর্তী সুদী লেন-দেনের জন্য পাকড়াও করবেন না। আর যে ব্যক্তি জানার পরও বিরত থাকবে না তার ঠিকানা জাহান্নাম।

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: সুদ সম্পর্কে সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো যখন অবতীর্ণ হল তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকেদের নিকট তা পাঠ করে শোনালেন। তারপর সুদের ব্যবসায় নিষিদ্ধ করে দিলেন। (সহীহ বুখারী হা: ৪৫৪০)

সুদখোরদের শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

যেমন তিনি বলেন:

الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

সুদের ৭০টি অপরাধ রয়েছে আর সর্বনিম্ন অপরাধ হল সুদখোর যেন তার মাকে বিবাহ করল। (সহীহুত তারগীব হা: ১৮৫৮)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, সাক্ষ্য দানকারী ও লেখকের প্রতি। (নাসাঈ হা: ৫০১৪, সহীহ)

যে সাতটি কারণে জাতির ধ্বংস অনিবার্য তার অন্যতম একটি হল সুদ। (সহীহ বুখারী হা: ২৭৬৬)

(يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا)

‘আল্লাহ তা‘আলা সুদকে মিটিয়ে দেন’অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে সুদী লেন-দেন করে যতই লাভ আসুক, পরিমাণে যতই বেশি দেখা যাক প্রকৃতপক্ষে তা বেশি না, তাতে কোন বরকত নেই। আল্লাহ তা‘আলা তার অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক করে দিবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ)

“মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের সম্পদবৃদ্ধি পাবে এ আশায় যা কিছু তোমরা সুদ ভিত্তিক দিয়ে থাক, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না।”(সূরা রূম ৩০:৩৯)

অবশেষে ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য ও দান-সদকার প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি হালাল অর্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সদাকাহ করবে (আল্লাহ তা‘আলা তা কবুল করেন) এবং আল্লাহ তা‘আলা কেবল পবিত্র বস্তু কবুল করেন আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ডান হাত দ্বারা তা কবূল করেন। এরপর আল্লাহ তা‘আলা দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন যেমন তোমাদের কেউ অশ্ব শাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সদাক্বাহ পাহাড় সমপরিমাণ হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী হা: ১৪১০)

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সুদখোরদের ভয়ানক পরিণতি বিশেষ করে যারা সুদ হারাম হবার কথা জানার পরেও বিরত থাকবে না।
২. সকল প্রকার সুদ হারাম।
৩. সুদে সম্পদ বৃদ্ধি হয় না।
৪. ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদ।
৫. আল্লাহ তা‘আলার হাত রয়েছে তার প্রমাণ পেলাম।